সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার কর্মরত শিক্ষক / শিক্ষিকাগণকে সম্মানজনক বেতন-ভাতা প্রদান সময়ের দাবী

অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী
মহাসচিব, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

দেশে বর্তমানে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, ক. সধারণ শিক্ষা, খ. মাদ্রাসা শিক্ষা। এ মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষা মাধ্যম। সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় আর মাদ্রাসা শিক্ষার তথা দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা (প্রাথমিক মাদ্রাসা)। মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র বজায় রেখে এর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে ৯ নং অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করেন। এই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে সরকারী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দেশে প্রায় ২০ হাজার ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে মঞ্জুরি প্রদান করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা চালু না থাকলে যেমন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া যেত না, তেমনি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু না থাকলে পরবর্তী স্তরসমূহে অর্থাৎ দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় ছাত্র/ ছাত্রী পাওয়া যাবে না। দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য রয়েছে লক্ষাধিক সরকারী, বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। তাছাড়া রয়েছে আরও অন্যান্য শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। অপরদিকে সাধারণ শিক্ষার ন্যায় ইবতেদায়ী মদ্রসায় ছাত্র/ ছাত্রীদের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়গুলো পড়ানো ছাড়াও নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক কোরআন, তাজবীদ, আকাঈদ, ফিকহ্ আদব ও আরবী বিষয়গুলো অতিরিক্ত পড়ানো হয়। ফলে ছাত্র/ ছাত্রীগণ সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠছে। প্রায় ১০ হাজার দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার জন্য স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। তদুপরি এ শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য নেই কোন বেতন স্কেল, নেই কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা। ফলে, দিন দিন মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় ইউনিয়নে একটি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় অর্থাৎ ৫০০ টাকা বেতন প্রদানের ঘোষণা দেয়া হলেও আইনের ফাঁকে ইউনিয়নে একটি করে মাদ্রাসা তালিকাভুক্ত হতে পারেনি, আর যাও হয়েছে, সেখানেও কর্মরত শিক্ষকগণ অনেক ক্ষেত্রে হয়েছেন বঞ্চিত। কর্মরত ৫ জন শিক্ষকের স্থলে তালিকাভুক্ত হয়েছেন এক থেকে তিন জন শিক্ষক/শিক্ষিকা। ইউনিয়নে একটি মাদ্রাসার স্থলে অনেক ইউনিয়নও হয়েছে বঞ্চিত। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন-ভাতা ৫০০ টাকার স্থলে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলেও মাদ্রাসার শিক্ষকগণের জন্য রয়েছে সেই ৫শ' টাকা মাসিক বেতন। তাও তিন-চার মাস পর পর প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে একজন শিক্ষকের মাসিক ৫শ টাকা বেতন হাস্যকর বৈ কিছু নয়। এই ৫০০ টাকা হারে বেতন-ভাতাপ্রাপ্তদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। একজন শিক্ষক ইন্তেকাল করলে তদস্থলে বিধি অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের কোন বিধি আজ পর্যন্ত করা হয়েছে কিনা জানা নেই। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য আজ পর্যন্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। যে কারণে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগসহ মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। সুষ্ঠু নীতিমালার অভাবে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য সরকারী বাজেট বরাদ্দের টাকাও খরচ হচ্ছে না। এভাবে দারুণ উপেক্ষা ও অবহেলার শিকর হয়ে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো কোন প্রকার টিকে আছে। শেকড়ছাড়া গাছ যেমন বাঁচে না তেমনি ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ছাড়া দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলো টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

সরকার ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের উপ-বৃত্তি চালু করেছে। ফলে ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় ক্রমশ ছাত্র/ছাত্রী বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াবে কে? বিনা বেতনে আর কত দিন? পেটে ক্ষুধা নিয়ে পূর্ণিমার চাঁদকেও অসহ্য বোধ হয়। বেতন-ভাতা না পেয়ে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটিয়েছেন অনেক শিক্ষক- শিক্ষিকা। অনেকে হৃদয়ভরা ব্যথা নিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। অনেকে বৃদ্ধ হয়ে অচল অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। এই শিক্ষকদের একটাই দুঃখ যে, অর্থ, শ্রম, মেধা দিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাদ্রাসা চালিয়ে, নিয়মিত পাঠদান করেও তারা বেতনের মুখ দেখে যেতে পারেননি।

মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের পেশাগত অরাজনৈতিক একক সংগঠন 'বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন' ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা চালু করার লক্ষ্যে অতীত সরকারগুলোর প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে বিভিন্নভাবে আলোচনা ও দাবী জানিয়ে শুধু পেয়েছেন প্রতিশ্রুতি। অনেকেই নির্বাচনের আগে ওয়াদা করেছেন, নির্বাচিত হলে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায় প্রদান করা হবে ইবতেদায়ী শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু প্রতিশ্রুতি শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, বাস্তবায়ন হয়নি তিল পরিমাণও। সরকার কর্তৃক ২০০২ সালে গঠিত 'মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি' ও ২০০৩ সালে গঠিত 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' 'সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা প্রদানসহ অনেক সুপারিশ করেছিলেন যা তৎকালীন সরকার গ্রহণও করেন, কিন্তু বাস্তবায়ন করেননি। ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ আজও বুকভরা আশা নিয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি তাকিয়ে আছেন, হয়ত এই বাজেটে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ বেতন-ভাতাদি না পাওয়ায় অনেক মাদ্রাসা এমনিতেই বন্ধ হয়েছে। সরকারের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ৬,৭২৩টি এবং প্রতিটি মাদ্রাসায় ৫ জন করে প্রায় ৩৩,৬১৫ জন শিক্ষক কর্মরত। এই কর্মরত শিক্ষকদের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় অথবা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের ন্যায় মাসিক বেতন-ভাতা প্রদান করা হলে সরকারের জন্য বিরাট অংকের টাকা খরচ হবে না, বরং সামান্য ব্যয়ে লাখ লাখ ছাত্র/ছাত্রী সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আদর্শ সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ এদেশের নাগরিক। তাদেরও রয়েছে জীবনের মৌলিক চাহিদা। তাদের বাঁচার তাগিদে সম্মানজনক বেতন-ভাতা পাওয়া সময়ের দাবী।

আশা করব, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব দিক বিবেচনা করে, সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে সম্মানজনক বেতন-ভাতাদি প্রদানের লক্ষ্যে আগামী বাজেটে বরাদ্দ রাখবেন। এ বিষয়ে আও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, অর্থ উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা এবং শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 07 APR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩